OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 410 - 422
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 410 - 422
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতা পাঠে প্রকৃতির শিক্ষা

সুজয় চন্দ্র বিশ্বাস
ডিস্ট্রিক্ট পেডাগজি কোঅর্ডিনেটর
সমগ্র শিক্ষা মিশন, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ
Email ID : -sujaychandrabiswas@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
জীবনানন্দ, পৃথিবী, প্রকৃতি, প্রাকৃতিক উপাদান, ঋতু, অরণ্য, আকাশ, চেতনা জগৎ, শিক্ষা।

Abstract

জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি, বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত বরিশাল শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর কোলকাতার শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। কবি জীবনানন্দ দাশ তার কবিতায় নিসর্গ প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন। কবির প্রকৃতি ভাবনার মধ্যে এসেছে নদ-নদী, গাছ, ফুল, ফল, পশু, পাখি, আকাশ, মাটি, শিশির, কুয়াশা ইত্যাদির মতো বিভিন্ন জীব ও জড়ো উপাদান। তিনি তার বিভিন্ন কবিতার মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছেন - প্রকৃতি যেমন ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারার বদল ঘটায়, তেমনি মানব মনের মধ্যেও আলাদা আলাদা অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে। এক একটি ঋতু মানব মনের মধ্যে এক এক রকমের অনুভূতির সৃষ্টি করে তিনি তার কবিতার প্রতিটি মুহূর্তে তা উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত-শীত ও বসন্ত প্রতিটি ঋতুর রূপ, রস, গন্ধ ও বৈচিত্র লক্ষ্য করে কবি জীবনানন্দ দাশ তার কবিতায় প্রকৃতির সৌন্দর্যকে সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন তার লেখনীর চিন্তা ভাবনার মধ্যে। প্রতিটি ঋতুর ক্ষণ ও সময়কে তিনি নানা উপমা দিয়ে তার কবিতায় তুলে ধরেছেন, অর্থাৎ বলা যায় কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতা পাঠের মাধ্যমে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে সহজেই জ্ঞানলাভ করা যায় এবং এর সাথে সাথে গ্রাম বাংলার সামগ্রিক বৈশিষ্ট সম্পর্কে সহজেই সুস্পষ্ট একটা ধারণা পাওয়া যায়। জীবনানন্দের কবিতা পাঠের মাধ্যমে শিশুরা তার শিশু পাঠের উপযোগী ঋতু গত বৈচিত্র, প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে যথাযথ শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে, এর মাধ্যমে শিশু তার শিক্ষা অর্জনের পথ আরো সহজ হয়ে উঠে। শ্রেণী কক্ষে শিক্ষকরা জীবনানন্দ দাশের কবিতা পাঠ দানের মাধ্যমে সহজেই প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করে থাকেন শিশুদের মধ্যে অনাবিল আনন্দের মাধ্যমে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 410 - 422
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

১. ভূমিকা - "জীবনানন্দ প্রকৃত কবি এবং প্রকৃতির কবি"[১] – একথা সকলের আগে উচ্চারণ করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে প্রবোধ সান্যাল বলেছেন, - 'The greatest poet and philosopher of the age.'[২] ক্লিনটন বি. সিলির ভাষায় - 'জীবনানন্দ নিঃসন্দেহে সাধারণ ছিলেন না, কবি হিসাবে নন বা মানুষ হিসাবে নন। তিনি সোজা কথায় অসাধারণ নির্জনতম একজন কবি'। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে বৈশাখ সংখ্যায় 'ব্রহ্মবাদী' কাগজে তার প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দেই প্রকাশিত হয় তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক'। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের এক চিঠিতে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন জীবনানন্দকে "বাদ দিয়ে ১৯৩০ পরবর্তী বাংলা কাব্যের কোনো সম্পূর্ণ আলোচনাই হতে পারে না"[৩]। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দই সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তার 'শ্রেষ্ট কবিতা' একাডেমি পুরুস্কারে পুরুস্কৃত হয়। মৃত্যুর পরে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তার 'রূপসী বাংলা'এবং ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'বেলা - অবেলা - কালবেলা' কাব্য। তার অন্যান্ন রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - 'কবিতার কথা' (১৯৫৬), প্রথম ছোটগল্প 'ছায়ানটি' (১৯৩২ সালে রচিত), জীবনানন্দের প্রথম উপন্যাস 'সুতার্থ' (১৯৪৮ সালে) রচিত প্রভৃতি। কবি জীবনানন্দ দাশের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হল 'ঝরা পালক' (১৯২৭), 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬), 'বনলতা সেন' (১৯৪২), 'মহাপৃথিবী' (১৯৪৪), 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮), 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ট কবিতা' (১৯৫৪), 'রূপসী বাংলা' (১৯৫৭), 'বেলা অবেলা কালবেলা' (১৯৬১), 'আলোপৃথিবী' ইত্যাদি।

২. কবি জীবনানন্দ দাশের চেতনা জগৎ ও প্রকৃতি : কবি জীবনানন্দ দাশ তার কবিতায় প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ বর্ণনার মাধ্যমে মানবতাকে একটি গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করার চেষ্টা করেছেন, যা আধুনিক মানব জীবনের দুঃখ ও হতাশাকে কাটিয়ে কিভাবে প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গী হয়ে ওঠার মাধ্যমে অনাবিল আনন্দ খুঁজে পাওয়া যায়। শুধু পরিবেশগত গুরুত্বকেই তুলে ধরেনি তার কবিতার মাধ্যমে, বরং তিনি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছেন, মানব আত্মার এবং আধ্যাত্মিকতার নিখুঁত উন্নতি। উদাহরণস্বরূপ, তার কবিতা 'বনলতা সেন'-এ প্রকৃতির যে ছবি তিনি একেছেন, তা একধরনের পরিবর্তনশীলতা, একাকীত্ব, এবং ধ্বংসের সাথে সম্পর্কিত। এখানে প্রকৃতির পরিবর্তনশীল আলো, সময়ের গতি, এবং জীবনের অবিরাম চলাচল আমাদের শেখায় যে, মানবজীবন কখনো এক স্থানে থেমে থাকে না, তা আমাদের মেনে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলতে হয়।

"গোলাপী বিকেল বেলায়/ তুমি অমাবশ্যার চাঁদের মতো..."

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রকৃতির পরিবর্তনশীলতা অত্যন্ত এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতিতে, যেমন ঋতু পরিবর্তন হয়, দিন-রাতের উঠানামা হয়, বৃষ্টির আসা-যাওয়ালক্ষ করা যায় এই সকল বিষয়ের মতো আমাদের জীবনেও অস্থিরতা, পরিবর্তনশীলতা এবং অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়ে থাকি। এই পরিবর্তনশীলতার মধ্যে একটি শিক্ষা লুকিয়ে থাকে, যেমন— মানুষের জীবন কখনও স্থির থাকে না, সসময়ের সাথে সাথে সবকিছু পরিবর্তন হয় অর্থাত এই পরিবর্তন শীলতাকে মানিয়ে নিয়ে চলাই হল প্রকৃত জীবন এবং এর মধ্যেই জীবনের সঠিক উপলব্ধি নিহিত থাকে। জন কীটস, উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, পার্সি বিসি শেলীকে বিশ্বসাহিত্যের প্রকৃতির কবি বা রোমান্টিক কবি বলা হয়। উল্লেখিত এই তিন কবিদের কবিতায় সবুজ তৃণভূমি, বনাঞ্চল, বিভিন্ন ফুল ও ফল, পাহাড়-পর্বত, নদীর বিভিন্ন রূপ, সাগর, গ্রামীণ দৃশ্য, বিভিন্ন প্রকার বায়ু, সূর্যাস্ত-সূর্যোদয়, সমুদ্রের সৈকত ইত্যাদির বর্ণনা পাওয়া যায়। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় তেমনি প্রকৃতির প্রায় সকল উপাদানের উপস্থাপনা লক্ষ্য করা যায়। তার কবিতায় কার্তিকের রূপ, জ্যোৎস্না, শালিক, চিল, সহ দেশীয় পাখি, ধানসিঁড়ি, সহ বিভিন্ন নদী, লজ্জাবতী, দখিনা বাতাস ইত্যাদির বর্ণনা পাওয়া যায়। এসব বিভিন্ন প্রকার প্রকৃতির উপাদান উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে কবি জীবনানন্দ দাশ তার কবিতায় শব্দবুনন, এবং নান্দনিক চিত্রকল্প নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

এই সব বৈশিষ্টের জন্য জীবনানন্দকেও আমরা প্রকৃতির কবি বলতে কোনো দ্বিধা বোধ করি না কারণ তার কবিতায় প্রকৃতির সঙ্গে মিশে আছে আধ্যাত্মিকতা, প্রেম, রোমাঞ্চ, সৌন্দর্য প্রভৃতির ছোয়া। তার কবিতায় বৈচিত্রময় প্রকৃতির রূপ পাঠকের মনে এক দোলা দেয়, যা রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে। প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের মাধ্যমে চিত্রকল্প নির্মাণে কবি জীবনানন্দ দাশের পঞ্চইন্দ্রিয় সত্তাকে সক্রিয় করে তোলে। 'বাঙালী নারীর কাছে-চাল-ধোয়া স্নিগ্ধ হাত, ধান-মাখা চুল,/

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 410 - 422
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হাতে তার শাড়িটির কস্তা পাড়, -ডাঁশা আম কামরাঙা ফুল', 'কার্তিকের অপরাহ্নে হিজলের পাতা সাদা উঠানের গায়' ইত্যাদি প্রকৃতির উপাদান খুঁজে পাওয়া যায় তার কবিতায়। অঘ্রান-কার্তিক মাস কবির প্রিয় সময়। বিভিন্ন উপকরণে প্রকৃতি ধরা দিয়েছে বিভিন্নরূপে তা প্রকাশ পেয়েছে তার কবিতার মধ্যেদিয়ে। চিল-হরিণ-জোনাকি-বেড়াল-বাদুড়, চাঁদ-নক্ষত্র-আকাশ-সাগর-নদী, ডানা-লতা-ঠাং-শরীর-পালক, ঘ্রাণ-ঘুম-নির্জনতা, হিজল-ঝাউবন, লেবু-আমলকী-দেবদারু, পাতা-ঘাস-ধান, বালি-শিশির-হাওয়া-রোদ-জ্যোৎস্না, ঝড় ঢেউ, নীল-সবুজ হলুদ ইত্যাদি ধরা দিয়েছে জীবনানন্দের কবিতাগুলোতে। বিভিন্ন পাখির প্রসঙ্গ এসেছে তার কবিতায়। বিভিন্ন রঙের শালিক, চিল, খঞ্জনা, চড়ুই, বিভিন্ন পেঁচা, শঙ্খচিল, বিভিন্ন কাক, ফিঙে, বউ-কথা-কউ, বক, দোয়েল, শ্যামা, খঞ্জনা, ঘুঘু, কাঠঠোকরা প্রভৃতি কবিতায় প্রকৃতির রূপ দিয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন পাখি সম্বন্ধে একটা সামগ্রিক ধারণা আমাদের মনের মধ্যে সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি শিশু মনে এবং পাঠকের মধ্যে পাঠের আগ্রহ জন্মায়।

কবি জীবনানন্দ দাশ তার কবিতায় অরণ্যের সামগ্রিক বৈশিষ্টকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন গাছপালা, জীবজন্তু ও প্রাণীর নামকরণের মাধ্যমে। তার কবিতায় রয়েছে বিভিন্ন প্রকার জীবজন্তু, গাছপালা এবং পতঙ্গের নাম, যেমন- নীলগাই, চিতা, সাপ, বাঘিনী, হরিণ, শম্বর, ঝিঁ ঝিঁ। বিভিন্ন প্রকারের গাছ-গাছালি, ফুল-ফল, কীটপতঙ্গ, ঘাস ইত্যাদির পাশাপাশি ইঁদুর, বেড়াল, বিভিন্ন প্রকারের মাছ, বিভিন্ন ফড়িং, কাঁচপোকা, মৌমাছি ইত্যাদি। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় যে সকল গাছ এবং ফলের নাম পাই সেগুলো হল - কাঁঠাল, জাম, আনারস, ডুমুর, জারুল, হিজল, অশ্বত্থ, শিমুল, নারিকেল, লিচু, দারুচিনি, তেঁতুল, শিশু, পলাশ, চালতা প্রভৃতি গাছ। কবি তার কবিতায় এই সকল বিভিন্ন প্রকার ফুল ও ফলের বর্ণনার মাধ্যমে কবিতাকে এক অপুরূপ নান্দনিকতার পরিচয় দিয়েছেন - যা পাঠকের চোখের পাশাপাশি অন্তরে দারুণ সব ছবি এঁকে দেয়, যা মনে থাকে অনেকদিন। জীবনানন্দ দাশের কবিতা পাঠের মাধ্যমে শিশুশিক্ষার পথ সহজ হয়ে উঠে। শিশু আনন্দের সাথে কবিতা পাঠ করার মাধ্যমে প্রকৃতি জগৎ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানার্জন করতে পারে।

৩. কবি জীবনানন্দ দাশের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের আলোকে প্রকৃতির শিক্ষা :

৩. ১. জীবনানন্দের প্রথম সংকলন 'ঝরাপালক' (১৯২৭) কাব্যগ্রন্থ : এই কাব্যগ্রন্থে খুব সুন্দর ভাবে নিসর্গ প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন এবং প্রকৃতির এক অপুরূপ জগৎ নির্মাণ করার চেষ্টা করেছেন কবি তার কবিতা গুলির মধ্যে। এই কাব্যগ্রন্থের মধ্যে যে সকল বিষয় বস্তু রয়েছে সবেই গ্রাম বাংলার পরিচিত দৃশ্য, যেমন - গ্রীষ্মের কালবৈশাখী, ডাহুকী পাখির আকুল গান, রৌদ্রতাপে অবনতমুখী মালঞ্চ কিংবা বর্ষার বকের পাখার ভিড়ে বাদলের গোধূলি আঁধারে, অত্যন্ত পরিচিত দৃশ্য এ কাব্যের মধ্যে রয়েছে। হেমন্তের হিম, বাসন্তী - উৎসব, শ্রাবণের মেঘ, ভাদ্রের ভিজা মাঠ, এমন সহজ সৌন্দর্য রচনা করেছেন কবি এই কাব্য গ্রন্থের মধ্যে।

'ঝরাপালক' কাব্যগ্রন্থের 'নাবিক', 'সিন্ধু', 'দেশবন্ধু' ও 'ডাহুকী' এই চারটি কবিতায় কবি গ্রীষ্ম ঋতুর উষ্ণ, তপ্ত পরিবেশের বর্ণনা করেছেন এই বর্ণনার মাধ্যমে মানবমনে আলাদা অনুভূতির সূর বেজে উঠে এবং গ্রীষ্ম কালের সামগ্রিক ধারণা জন্মায় আমাদের মধ্যে যা শিক্ষার অঙ্গ হয়ে উঠে।

কবি **'বেদিয়া'** কবিতায় শরৎ ঋতুকে রূপবতী রানীর মতো করে সাজিয়েছেন। এই কবিতায় শরৎ ঋতুর সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন, এর মাধ্যমে শিক্ষাত্রী শরৎ কালের বৈশিষ্ট সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং এর ফলে শরৎ কালের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা জন্মায় শিক্ষাত্রীর মধ্যে। 'একদিন খুঁজেছিনু যারে' কবিতায় একাধিক ঋতুর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কবি প্রিয়ার সন্ধানে পথ-যাত্রা করে প্রকৃতির সুন্দর্য্যকেই যেন একান্তভাবে অনুভব করেছেন। কবি তার এই কবিতায় মালতি লতার বন, কদমগাছ, কেয়া ফুল, শেফালীফুল এবং কামিনী ফুলের বর্ণনা করেছেন। হেমন্ত কালের অসাধারণ একটি চিত্রকলা বর্ণনা করেছেন 'কবি' কবিতায়। হেমন্ত ঋতুর প্রতি কবি যে বিশেষ অনুরাগী - একবিতা তারই অন্যতম পরিচয় রেখেছে। 'কবি' কবিতায় কবিমন প্রসারিত হয়েছে হেমন্তের হিম মাঠ থেকে সীমাহীন আকাশ পর্যন্ত।

"হেমন্তের হিম মাঠে, আকাশের অবছায়া ফুঁড়ে
বকবধূতির মতো কুয়াশায় সাদা ডানা যায় তার উড়ে।"

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 410 - 422
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৩.২. 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কবি জীবনানন্দ দাশের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ : এই কাব্যগ্রন্থটি ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ) ভারতে প্রকাশিত হয়। জীবনানন্দ এই বইটি কবি বুদ্ধদেব বসুকে উৎসর্গ করেছিলেন। এই কাব্যগ্রন্থে মোট কুড়িটি (২০) কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থে কবি তার প্রিয় ঋতু হেমন্ত রিতুর কথা বলেছেন। এই কাব্যগ্রন্থে তার প্রিয় ঋতু হেমন্ত কখনও মৃত্যুর প্রতীক, কখনো জীবনের প্রতীক হয়ে উঠেছে কবির কাছে। কবি জীবনানন্দ দাশ তার 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' গ্রন্থের বিভিন্ন কবিতার মধ্যে যে সকল প্রাকৃতিক পরিবেশের যে চিত্র তুলেধরেছিলেন সেগুলো হল - হেমন্তের ঝড়ের কথা, শিশিরের জল, নীলাকাশের বর্ণনা, সমুদ্রের জলের কথা, নক্ষত্রের বর্ণনা, চাঁদের বর্ণনা, ফসল কাটার সময়ের কথা, মাঠের ফাটলের কথা, নিশীতের বর্ণনা, জলের উচ্ছাস, সন্ধ্যার মেঘের বর্ণনা ইত্যাদি। জীবনানন্দের দ্বিতীয় কাব্য 'ধূসরপাণ্ডুলিপি' তে রয়েছে ঋতু চিত্রনের অভিনবত্ব। এখানে শহরের পরিবেশের ঠিক উল্টোপিঠের চিহ্ন রয়েছে। অর্থাৎ শুধু গ্রাম্য প্রকৃতির চিত্রকল্প এখানে এঁকেছেন কবি। এ কাব্যের কবিতাগুলির নতুনত্ব দেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন,.. 'তোমার লেখায় রস আছে, স্বকীয়তা আছে এবং তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে'। শুধু ঋতুর উপস্থিতি নয়, ঋতুর প্রতি অনুরাগ এবং ঋতুর মধ্য দিয়ে কবিমনের আবেগ প্রকাশ জীবনানন্দের কবিতায় দেখা যায়। এক আশ্চর্য্য অনুভূতি দিয়ে কবিতায় ঋতুর রঙের সঙ্গে জীবনের রঙকে পরিস্ফুট করেছেন জীবনানন্দ দাশ। একাব্যের রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শের ইন্দ্রঘন অনুভুতি ইয়েটসের লেখাতেও পাওয়া যায়। ইয়েটসের 'The Falling of the Leaves' এর 'Yellow the leaves of the rowan above us and yellow the wet wild strawberry leaves'[৪] এর সঙ্গে তুলনীয় -

"দেখেছি সবুজপাতা অঘ্রানের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ।"[৫]

'মাঠের গল্প' কবিতায় প্রকৃতি চেতনার সঙ্গে মিশেছে প্রতীকী অনুষঙ্গ। যেমন - মেঠো চাঁদ ও পোড়ো জমি। 'মাঠের গল্প' কবিতার 'মেঠোচাঁদ', 'পেঁচা', 'পঁচিশ বছর পরে', এবং 'কার্তিক মাসের চাঁদ' - এই কবিতাগুলিতে প্রকৃতি চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে uncanny। 'মাঠের গল্প' কবিতাংশের দ্বিতীয় অংশ পেঁচাতে সৌন্দর্যের পাশা পাশি পৃথিবীর মলিন চেহারার বর্ণনা রয়েছে। কার্তিক কিংবা অঘ্রানের রাতের আকাশে কবি যেমন দেখেছেন চাঁদ ও তারার ছবি, তেমনি পাশাপাশি বাঁশপাতা, মরাঘাস, ধোঁয়াটে, কুয়াশা এবং ঘুমন্ত পৃথিবীর ছবিও দেখেছেন। 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় কবি কুয়াশা, ফুল, নদী, চাঁদ ও জোনাকি পোকার এবং ঋতুচক্রের কথা বর্ণনা করেছেন। শীতের নদীতে ধূসর কুয়াশার, সূর্য ডোবার পর সন্ধ্যার আবছা অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন কবি। 'অনেক আকাশ' কবিতায় কবি শীত ঋতু ও হেমন্ত ঋতুর কথা বলেছেন। এই দুই ঋতুতে নদীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে এই কবিতায় কবি সুন্দর ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, এর ফলে আমরা সহজেই জানতে পারি কোন ঋতুতে নদী কি রূপ ধারণ করে, অর্থাৎ কি বৈশিষ্টের অধিকারী হয়।

৩.৩. 'মহাপৃথিবী' (১৯৪৪) কাব্যগ্রন্থ : এই কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় জীবনানন্দ লিখেছেন, - 'মহাপৃথিবী'র কবিতাগুলো ১৩৩৬ থেকে ১৩৪৫-৪৮ বঙ্গাব্দের ভিতরে রচিত হয়েছিল। এখানে কবি ইতিহাস ও সময়ের বুকে হাত রেখে হেমন্তের কুয়াশার ভেতরদিয়ে এক অদেখা সৌন্দর্যের জগতে পাড়ি দিয়েছেন। 'হাওয়ার রাত' হল মহাপৃথিবী কাব্যের এক উল্লেখযোগ্য কবিতা। কবির গভীর ভাবে ভালোলাগা এক রাতের স্মৃতিচর্চা এই কবিতায় আছে। হওয়ার রাত হল চমৎকার রাত, ভালোলাগার রাত, অসংখ্য নক্ষত্রের রাত। 'হওয়ার রাত' সৃষ্টির রাত, জীবনের রাত, আনন্দের রাত। 'শিকার' হল 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের তেমনই আরএক গুরুত্বপূর্ণ কবিতা। বিচিত্র এক শিকার কাহিনি নিয়ে গড়ে উঠেছে এই কবিতা। ভোরের হালকা নীল আকাশে যখন একটি মাত্র তারা মিটিমিটি জ্বলছিল, যখন চারপাশের পেয়ারা ও নোনার গাছ টিয়া পাখির পালকের মতো সবুজ হয়েছিল, তখনেই এক সুন্দর বাদামি হরিণকে শিকার করা হয়েছে। সবুজ অরণ্যে লেগেছে রক্তের দাগ। এই কবিতায় ভোরবেলার অপরূপ সৌন্দর্যকে বর্ণনা করেছেন কবি এবং বনের এক সুন্দর পরিবেশের বর্ণনা পাওয়া যায়। বনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে কিভাবে আধুনিক সভ্যতা দিনদিন বিনাশ করে চলেছে তার এক সামগ্রিক রূপ দেবার চেষ্টা করেছে। কয়েকজন সিগারেটের ধোঁয়া ওড়ানো টেরিকাটা মানুষ বন্দুকের গুলি দিয়ে হরিণটাকে শিকার করার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 410 - 422
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করে ভোরের সৌন্দর্যকে হত্যা করেছেন। কবি তার এই কবিতায় আমাদের মধ্যে প্রাকৃতিক অরণ্যের এবং অরণ্যের সকল জীব-জন্তুকে রক্ষা করার বার্তা দেবার চেষ্টা করেছেন।

'মহাপৃথিবী'র কাব্যগ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কবিতা গুলি হল – 'নিরালোক', 'সিন্ধুসারস', 'ফিরে এসো', (ফিরে এসো সমুদ্রের ধরে), 'শ্রাবনরাত' (শ্রাবনের গভীর অন্ধকার রাতে), 'মুহূর্ত' (আকাশে জ্যোৎস্না - বনের পথে চিতাবাঘের গায়ের ঘ্রান), 'শীতরাত', (এইসব শীতের রাতে আমার হৃদয়ে মৃত্যু আসে), 'সূর্যসাগরতীরে' (সূর্যের আলো মেটায় খোরাক কার), কবি এই সকল কবিতার মধ্যে রাতের আকাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করেছেন এবং সূর্যের আলো আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদান এই বার্তা দিয়েছেন কবি মানব সমাজের মধ্যে। প্রাকৃতিক উপাদানের গুরুত্ব অপরিসীম মানব সমাজে তিনি তার মহাপৃথিবী কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি কবিতায় তা উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন, বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানের বর্ণনার মাধ্যমে।

৩.৪. 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থ (১৯৫৭) : এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে, কবির মৃত্যুর তিন বছর পর। গ্রাম বাংলার সংস্কৃতি, ইতিহাস, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কবির মনে যে অনুভূতি সঞ্চার করেছে তারই কাব্যিক রূপায়ণ হল 'রুপসীবাংলা' কাব্য। সমস্ত কবিতাতেই কবি তার লেখনির মাধ্যমে পল্লিবাংলার গৌরব ও সৌন্দর্য বর্ণিত করেছে। কবিতাগুলি সনেটের আকারে লেখা। ইয়েটস যেমন বলেছেন - 'I am of Ireland and the Hyland of Ireland' জীবনানন্দ তার এই কবিতায় নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন এই রূপসী বাংলার সন্তান বলে।

"বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর, অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নিচে বসে আছে
ভোরের দোয়েলপাখি - চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম-বট-কাঠালের-হিজলের-অশখের করে আছে চুপ;
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে;
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল-বট-তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ।"[৬]

বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার ইতিহাস, বাংলার নদীর কাছে তিনি তার মনপ্রাণ শরীর বিকিয়ে দিয়েছেন। কৃষিভিত্তিক অবিভক্ত বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে পরিচয় জীবনানন্দ তার কাব্যে রেখেছেন তার তুলনা মেলা ভার। শঙ্খচিল, শালিখ, ভোরের কাক, কার্তিকের নবান্ন, কুয়াশা, কাঁঠাল ছায়া, হাঁস, কলমীর গন্ধ ভড়াজল, জলাঙ্গীর ঢেউ, নদী-মাঠ-ক্ষেত প্রভৃতি উপকরণ তার কবিতায় স্থান পেয়েছে, শিশুরা তার শিক্ষণীয় বিষয় বস্তুকে অর্থ্যাৎ পাঠের বিষয়কে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করতে পারে সহজেই এই কবিতা পাঠের মাধ্যমে। শঙ্খচিল কিংবা শালিখ অথবা ভোরের কাক হয়ে কার্তিক মাসের সকালে কুয়াশা ভেজা নবান্নের দেশে কাঁঠালের ছায়ায় ঘেরা শান্ত বাংলায় ভেসে বেড়াতে চায় কবি। বাংলার নদী, মাঠ, জাম-বট-কাঁঠাল-হিজল এর বন সর্বদাই আকর্ষণ করেছে কবিকে। কবির মনে পড়েছে চম্পা, বেহুলা, চাঁদ-সদাগরের মধুকর ভিভার কথা। অর্থাৎ এই কাব্যগ্রন্থে গ্রামবাংলার সামগ্রিক বিষয় বস্তুকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন কবি। জীবনানন্দ দাশ তার এই রূপসী বাংলা কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় গ্রামবাংলার বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান সম্পর্কে এক সামগ্রিক রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন যা গ্রামবাংলার প্রকৃতির বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান সম্পর্কে সহজেই জ্ঞানলাভ করতে পারে শিক্ষার্থীরা।

৪. কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রকৃতির শিক্ষা সম্পর্কে মূলত দুটি দিক ফুটে ওঠে :

৪.১. প্রকৃতির সৌন্দর্য ও তার প্রতি শ্রদ্ধা : কবি প্রকৃতির সৌন্দর্যকে এক উজ্জল ও বিশুদ্ধ সত্তা হিসেবে চিত্রিত করেছেন তার কবিতায়। প্রকৃতির মাঝে অস্থায়ী সৌন্দর্য, সঠিকতা, এবং পরিপূর্ণতা রয়েছে যা মানব জীবনের অনিশ্চিত ও অস্থায়ী

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 410 - 422
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অবস্থাকে প্রতিফলিত করে। কবি এই সৌন্দর্য থেকে শিক্ষা নেন যে, জীবনের অস্থিরতার মাঝেও সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা রয়েছে, যা দেখার চোখ ও উপলব্ধি শক্তি অর্জন করতে হয়।

৪.২. প্রকৃতির মধ্যে ধৈর্য ও সহনশীলতা : 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে প্রকৃতির মধ্যে ধৈর্য এবং সহনশীলতার ধারণা স্পষ্টভাবে উঠে আসে। যেমন, জীবনানন্দ দাশের কবিতায় নদী কখনো শান্ত, কখনো ক্ষিপ্ত, আবার কখনো নিরব থাকে। এই বিভিন্ন রূপের মাধ্যমে তিনি জীবনের নানা আবেগ, সংগ্রাম, এবং সহিষ্ণুতা বুঝাতে চেয়েছেন। প্রকৃতি শেখায় যে, জীবনে অনিশ্চয়তা ও পরিবর্তন অনিবার্য, তবে সেগুলিকে সহ্য করার এবং সম্মান করার মনোভাব থাকতে হবে উদাহরণ স্বরূপ - 'বাঁশবাগানের পথ' কবিতায় কবি বাঁশবাগানের শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে মানব জীবনের অন্তর্নিহিত শূন্যতা ও একাকীত্বের কথা তুলে ধরেছেন। 'আকাশের চাঁদ' কবিতায় প্রকৃতির এই বিশালতা এবং তার অস্থিরতা মানব জীবনের সীমাবদ্ধতা এবং পরিমিতির সাথে তুলনা করা হয়েছে। জীবনানন্দ দাশের কবিতাগুলি প্রকৃতির মাধ্যমে জীবনের গভীর শিক্ষা এবং তাৎপর্য তুলে ধরে, যা আমাদের প্রতি মুহূর্তে প্রকৃতির সৌন্দর্য ও ধৈর্যের প্রতি অনুপ্রাণিত করে।

৫. জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ঋতু, মাস এবং ঋতু বাচক সংকেত ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকৃতির শিক্ষা :

ভাবুক কবি প্রকৃতির কবি জীবনানন্দ দাশ তার বিভিন্ন কবিতার মধ্যে যে সকল ঋতু, মাস, ঋতু বাচক সংকেত এবং প্রকৃতির বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাকৃতি সম্পর্কে সামগ্রিক একটি শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেছেন। সময়, কাল ও অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃতির, প্রাকৃতিক বৈশিষ্টের পরিবর্তন হয় এই বিষয়ে আমরা সহজেই জ্ঞান অর্জন করতে পারে শিক্ষাথীরা, জীবনানন্দের কবিতা পাঠ করার মাধ্যমে। জীবনানন্দ দাশ তার বিভিন্ন কবিতার মধ্যে যে সকল ঋতু, মাস, এবং ঋতু বাচক সংকেত ব্যবহার করেছেন তা নিম্নে ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হল –

কাব্যগ্রন্থের নাম	কবিতার নাম	ঋতুর নাম	ঋতুবাচক মাসের নাম	কবি তার কবিতায় যেসকল ঋতুবাচক সংকেত ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন।
'ঝরাপালক' (১৯২৭)	'নাবিক'		বৈশাখ	টাইফুন, দামিনী-বৈশাখী।
	'কবি'	হেমন্ত	পৌষ	কুয়াশা, শিশিরের জল, ঝরাপাতা, মরা নদী, জলডাহুকী, হলুদ পাতা, ইত্যাদির বর্ণনা পাই।
	'সিন্ধু'	শীত		নষ্ট নীড়, ঝরাপাতা, শীতের কুয়াশা, শিশিরের নিশা, আলেয়ার ভিজা মাঠ।
	'সেদিন এধরনীর'	হেমন্ত	ফাল্গুন, পৌষ	কুয়াশা, হিমমাস, ধূধূমাঠ, কাশফুল।
	'মেঠোচাঁদ'			খড়-নাড়া, মাঠের ফাটল, শিশিরের জল, ঝরা শস্য, ফসল কাটার সময়।
	'অবসরের গান'	শীত, হেমন্ত, গ্রীষ্ম	কার্তিক	শিশিরের ঘ্রান, পেকে ওঠে ধান, নুয়ে পড়া ফসল, শিশিরের জল, কার্তিকের মিঠা রোদ, সবুজ ঘাস হয়ে গেছে সাদা।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 410 - 422
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কাব্যগ্রন্থের নাম	কবিতার নাম	ঋতুর নাম	ঋতুবাচক মাসের নাম	কবি তার কবিতায় যেসকল ঋতুবাচক সংকেত ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন।
	‘জীবন’	শীত, হেমন্ত	ফাল্গুন	সবুজ পাতা হলুদ হয়, ঘূর্ণির মতো বাতাস, বৃষ্টি পরে, ছোঁড়া ছোঁড়া কালোমেঘ, শস্য ফলে গেছে মাঠে, ফুল ঝরিয়া গেছে।
	‘পিপাসার গান’	হেমন্ত	কার্তিক, অঘ্রায়ন, পৌষ	ঝরা শিশিরের গান, অন্ধকারে শিশিরের জল, কুয়াশা, হিম হাওয়া, জুঁই, মুকুল, কুয়াশার ছুরি।
‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ (১৯৩৬)	‘মেঠো চাঁদ’			মাঠের ফাটল, শিশিরের জল, ঝরাশস্য, ফসলকাটার সময়।
	‘পেঁচা’	হেমন্ত	অঘ্রায়ন, কার্তিক	হলুদ পাতার ভিড়।
	‘পরস্পর’	বসন্ত, শীত, হেমন্ত	মাঘ, ফাল্গুন	কাঁচের গুড়ির মতো শিশিরের জল, উত্তর সাগর, চাঁপাফুল, বকুল।
	‘অবসরের গান’	শীত, হেমন্ত, গ্রীষ্ম,	কার্তিক	শিশিরের ঘ্রান, পেকে ওঠা ধান, নুয়েপড়া ফসল, শিশিরের জল, ফলন্ত ধান, হেমন্তের নরম উৎসব, কার্তিকের মিঠা রোদ, ঝরা মরা শেফালী, সবুজঘাস হয়ে গেছে সাদা, ঝড়া শিশিরের জল, গ্রীষ্মের সমুদ্র।
	‘মৃত্যুর আগে’	শীত	পৌষ, অঘ্রাণ, বৈশাখ	নির্জন ঘড়ের মাঠ, কুয়াশা, মাঠে ফসল নাই, বহুদিন-মাস-ঋতু।
	‘হায় পাখি একদিন’	আষাঢ়		বাদলের কোলাহল, মেঘেরছায়া, কালিদহের ঝড়।
	‘আবার আসিব ফিরে’		কার্তিক	নবান্ন, কুয়াশা, রাঙা মেঘ।
‘মহাপৃথিবী’ (১৯৪৪)	‘নিরালোক’	ফাল্গুন		নক্ষত্রের আলোকে বাতির সঙ্গে তুলনা করেছেন, সন্ধ্যার আকাশ, সন্ধ্যার নক্ষত্র, জোৎস্না,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 410 - 422
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কাব্যগ্রন্থের নাম	কবিতার নাম	ঋতুর নাম	ঋতুবাচক মাসের নাম	কবি তার কবিতায় যেসকল ঋতুবাচক সংকেত ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন।
	‘সিন্ধুসারস’	শীত, হেমন্ত	অঘ্রায়ন	কুয়াশা, ঝরা সোনার ধান, হলুদপাতা, মেঘের দূপুর, সবুজ ঘাস, পাহাড়, পাখি, হিজল বন, নদীর ঢেউ, সমুদ্র, সাগর, তৃণ, ধান,
	‘ফিরেএসো’			সমুদ্রের ধার, ঝাউ গাছ, ঝরণা
	‘শ্রাবনরাত’			বঙ্গোপসাগরের কথা, বর্ষারকথা, কালোআকাশ, ধূসর মেঘ,
	‘মুহূর্ত’			বাঁকা চাঁদ, বনের চিতাবাঘ, হরিণ, শস্য কেটেছে,
	‘শব’			সোনালী মাছ, নীল মশা, নদীর জল, মেঘ,
	‘আট বছর আগের একদিন’	হেমন্ত, শীত	ফাল্গুন	প্যাঁচা, মাছি, ইঁদুর, চাঁদ, ব্যাঙ,
	‘শীতরাত’		পৌষ	শীতের রাত, প্যাঁচার গান, হলুদ পাতার মতো, কোকিল, সিংহ, অরণ্য, পাহাড়, কুয়াশা,
	‘ফুটপথে’			গভীররাত, গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি, ঠান্ডা বাতাস, শিশির, জোনাকি, সবুজ ঘাস, নক্ষত্র,
	‘প্রার্থনা’			কালপুরেষের গতি,
	‘মনোবীজ’		অঘ্রান	ঘন বন, জ্যোৎস্না, রৌদ্র, বালিহাঁস, সূর্যের শিখা, নদী,
‘রূপসী বাংলা’ (১৯৫৭)	‘সেইদিন এই মাঠ’			চালতা ফুল, শিশিরের জল, খেঁয়া নৌকো, লক্ষীপেঁচার গান।
	‘বাংলার মুখ আমি’			রাতের অন্ধকার, ডুমুরের গাছ, দয়েলপাখি, পল্লবের স্তূপ, জাম-বট-কাঁঠাল-হিজলের গাছ, ফণীমনসার ঝোপ, হিজল-বট-তমালের নীল ছায়া, কৃষ্ণা দ্বাদশীর জোৎস্না, নদীর চড়া, সোনালী ধান প্রভৃতির বর্ণনা বর্ণনা করেছেন কবিতায়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 410 - 422
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কাব্যগ্রন্থের নাম	কবিতার নাম	ঋতুর নাম	ঋতুবাচক মাসের নাম	কবি তার কবিতায় যেসকল ঋতুবাচক সংকেত ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন।
	‘একদিন জলসিড়ি নদীটির’		শ্রাবন	বাঁকা চাঁদ, নদীর জল, কলমীর দাম, আকন্দ, বাসকলতা গাছ, বটের ঝরা লাল ফল, ভাসানের গান, লক্ষীর গল্প ইত্যাদির বর্ণনা আছে কবিতার মধ্যে।
	‘আকাশে সাতটি তারা’	শীত		কামরাঙা ফল, লালমেঘ, গঙ্গাসাগরের ঢেউয়ে ডুবে গেছে, বাংলার নীল সন্ধ্যা, হিজল-কাঁঠাল জামের গাছ, নরম ধানের গন্ধ, হাঁসের পালক, পুকুরের জল, চাঁদ ও সরপুঁটি মাছ এর বর্ণনা পাই কবিতায়।
	‘কোথাও একদিন’			গঙ্গাফড়িং এর নীড়, কাঁচপোকা, প্রজাপ্রতি, শ্যামাপোকা, বেতের নরম ফল, ধুন্ধল বীজ, বক, শালিখ, ঘোড়ার কেশর, ইত্যাদির বর্ণনা আছে কবিতায়।
	‘হায় পাখি, একদিন’		আষাঢ়	মেঘের ছায়া, গাংশালিখের ঝাঁক, ফণীমনসার বনে মনসার কথা, কালীদহের ঝড়ের বর্ণনা।
	‘জীবন অথবা মৃত্যু’	হেমন্ত	কার্তিক	চাঁপাফুল, হিজলের পাতা, শালিখ পাখি, ভোমরা, ভেরেণ্ডা ফুলের উল্লেখ আছে কবিতায়।
	‘পৃথিবী রয়েছে ব্যস্ত’			তেঁতুলের বন্, কদম গাছ, লক্ষীপেঁচা, জোৎস্নারাত, টুপ টুপ করে শিশির ঝরা, বৈশাখ মাসের মেঘের বর্ণনা কবিতায় পাওয়া যায়।
	‘একদিন’	শরৎ		হলুদ বোটার শেফালিফুল, রোদ ও মেঘের বর্ণনা আছে কবিতায়।
	‘আবার আসিব ফিরে’		কার্তিক	কুয়াশা, নবান্ন, কাঁঠাল গাছ, কলমীর গন্ধ, বাংলার নদী-মাঠ-ক্ষেতের কথা, জলাঙ্গীর ঢেউ, লক্ষীপেঁচার কথা, ধানের কথা বর্ণনা করেছেন কবি তার কবিতায়,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 410 - 422
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কাব্যগ্রন্থের নাম	কবিতার নাম	ঋতুর নাম	ঋতুবাচক মাসের নাম	কবি তার কবিতায় যেসকল ঋতুবাচক সংকেত ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন।
	'যদি আমি ঝরে যাই'		কার্তিক	নীলকুয়াশা, কাঁঠালী চাঁপা, হলুদ পাতা, খয়েরিপাতা, শিশিরের গন্ধ, বাংলার ক্ষেত, শামুক ও গুগলির কথা, শ্যাওলার মলিন সবুজ এর বর্ণনা, শালিখ পাখির কথা, কথা বর্ণনা করেছেন কবি তার কবিতায়।
	'কোথায় চলিয়া যাব'	শরৎ		রাত্রির আকাশ, অসংখ্য নক্ষত্রের কথা, পেঁচা, রাঙা লিচু, ডুমুর, পরথুপি-মধুকূপী ঘাসের বর্ণনা আছে কবিতায়।
	'একদিন যদি আমি'	শীত		সমুদ্রের জল, শীতের রাত, নক্ষত্র, চালতা গাছের বর্ণনা।

৬. জীবনানন্দ দাশের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় ব্যাবহৃত ঋতু এবং ঋতু বাচক মাসের নাম উল্লেখিত কতগুলি পংক্তির উল্লেখ করা হল এর মাধ্যমে আমরা সহজেই ঋতু গত চারিত্রিক বৈশিষ্ট সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারবো সহজেই।

৬.১. 'ঝরাপালক' কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় ব্যাবহৃত পংক্তি :

- ✓ চারিদিক ঘিরে শীতের কুহেলী, (নবনবীনের লাগি)
- ✓ হেমন্তের বিদায়- কুহেলি, (পিরামিড)
- ✓ রৌদ্র-ঝিলমিল, ঊষার আকাশ, মধ্যনিশীথের নীল, ... (নীলিমা)
- ✓ ধুধু মাঠ, -ধানক্ষেত, -কাশফুল, -বুনোহাঁস, -বালকার চর, (সেদিন এ -ধরণীর)
- ✓ ধবল কাশের দলে, অশ্বিনের গগনের তলে, (কিশোরের প্রতি)
- ✓ পক্ষে তব নাচিতেছে লক্ষ্যহারা দামিনী-বৈশাখী! (নাবিক)
- ✓ হেমন্তের হিম মাঠে, (কবি)
- ✓ - শীতের কুয়াশা।
- ✓ ...বৈশাখের বেলাতটে সমুদ্রের স্বর-(সিন্ধু)
- ✓ - হেমন্তের হিম মাস, জোনাকির ঝাড়!
- ✓ ...পউষনিশির শেষে ফাগুনের ফাগুয়ার মায়া! (সেদিন এ ধরণীর)

৬.২. 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় ব্যাবহৃত পংক্তি :

- ✓ দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রানের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ, (মৃত্যুর আগে)
- ✓ শরীরে মাটির গন্ধ মেখে, (বোধ)
- ✓ রয়েছি সবুজ মাঠে-ঘাসে-, (নির্জন স্বাক্ষর)

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 410 - 422
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

- ✓ শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে, (অবসরের গান)
- ✓ বনের ভিতরে আজ শিকারিরা আসিয়াছে, (ক্যাম্পে)
- ✓ ক্ষেতে ক্ষেতে লাঙলের ধার মুছে/ গেছে কতবার-কতবারফসল - কাটার, (মাঠের গল্প)
- ✓ বাঁশপাতা -মরা ঘাস-আকাশের তারা, (পেঁচা)

৬.৩. 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় ব্যাবহৃত পংক্তি :

- ✓ সন্ধ্যার নক্ষত্র, তুমি বলো দেখি কোন পথে কোন ঘরে যাবো! (নিরালোক)
- ✓ ঝিকমিক করে রৌদ্রে বরফের মতো সাদা ডানা, (সিন্ধুসারস)
- ✓ এইখানে ফাল্গুনের ছায়া মাখা ঘাসে শুয়ে আছি, (নিরালোক)
- ✓ মেঘের দূপুর ভাসে-সোনালী চিলের বুক হয় উন্মন
  মেঘের দুপুরে, আহা, ধানসিড়ি নদীটির পাশে, (সিন্ধুসারস)
- ✓ শ্রাবনের গভীর অন্ধকার রাতে
  ধীরে-ধীরে ঘুম ভেঙ্গে যায়
  কোথায় দূরে বঙ্গোপসাগরের শব্দ শুনে? (শ্রাবনরাত)
- ✓ যত দূরে যাই কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ
  শেষ সোনালি হরিণ-শষ্য কেটে নিয়েছে যেন, (মুহূর্ত)
- ✓ রাঙা মেঘ-হলুদ- হলুদ জোৎস্না, চেয়ে দ্যাখো যদি; (শব)
- ✓ উড়ে গেলো কুয়াশায়, - কুয়াশার থেকে দূরে-কুয়াশায় আরো; (স্বপ্ন)
- ✓ সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কত দেখিয়াছি। (আটবছর আগে একদিন)
- ✓ সিংহ অরণ্যকে পাবে না আর
  পাবে না আর
  পাবে না আর। (শীতরাত),
- ✓ সূর্যের আলো মেটায় খোরাক কার : (সূর্যসাগরতীরে),
- ✓ তবুও হেমন্তকাল এসে পড়ে পৃথিবীতে, এমন স্তব্ধতা; (প্রেম-অপ্রেমের কবিতা)

৬.৫. 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় ব্যাবহৃত পংক্তি :

- ✓ সেই দিন এই মাঠ স্তব্ধ হবে নাক জানি-, (সেই দিন এই মাঠ)
- ✓ চালতাফুল কি আর ভিজবে না শিশিরের জলে, (সেই দিন এই মাঠ)
- ✓ খইরঙা হাঁসটিরে নিয়ে যাবে যেন কোন কাহিনীর দেশে- (তোমরা যেখানে সাধ)
- ✓ জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের অশথের ক'রে আছে চুপ; (বাংলার মুখ আমি)
- ✓ কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়- (বাংলার মুখ আমি)
- ✓ হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই এই কার্তিকের নবান্নের দেশে (আবার আসিবো ফিরে)
- ✓ সারা দিন কেটে যাবে কলমির গন্ধ ভরা জলে ভেসে-ভেসে; (আবার আসিবো ফিরে)
- ✓ দেখিবে ধবল বক : আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে- (আবার আসিবো ফিরে)
- ✓ যখন চড়াই পাখি কাঁঠালীচাঁপার নীড়ে ঠোঁট আছে গুজে, (যদি আমি ঝা'রে যাই)
- ✓ যার ডাক শুনে আজ ক্ষেতে-ক্ষেতে ঝরিতেছে খই আর মৌরির ধান; - (যদি আমি ঝা'রে যাই)
- ✓ পেঁচা ডাকে জোৎস্নায়; হিজলের বাঁকা ডাল করে গুঞ্জরণ; (যদি আমি ঝা'রে যাই)

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 410 - 422
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

- ✓ আর তারা আসে নাকো; সুন্দরীর বনে বাঘ ভিজে জুল-জুল (যে শালিখ মরে যায়)
- ✓ গান গায়-পাশ দিয়ে খল খল খল খল বয়ে যায় খাল, (যে শালিখ মরে যায়)
- ✓ আসন্ন সন্ধ্যার কাক-করুন কাকের দল খোড়া নীড় খুঁজি (কোথাও চলিয়া যাব)
- ✓ ডুবে যায়, -কুয়াশায় ঝা'রে পড়ে দিকে -দিকে রূপশালী ধান (তোমার বুকের থেকে)
- ✓ উড়ে যায় -মিশে যায় আমবনে কার্তিকের কুয়াশার সাথে; (গোলপাতা ছাউনির)
- ✓ ছেড়ে গেছে মৌমাছি; -কালো মেঘ জমিয়াছে মাঘের আকাশে, (ভিজে হয়ে আসে মেঘ)
- ✓ সেইসব নোনা গাছ, করমচা, শামুক গুগলি, কচি ততালশাঁস, (খুঁজে তারে মরো মিছে)
- ✓ ঝরে গেছে বলে তারে ভুলে গেছে নক্ষত্রের অসীম আকাশ, (কখন সোনার রোদ)
- ✓ কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলাঙ্গীরে দেয় অবিরল জল; (এই পৃথিবীতে এক)

Reference:

১. জীবনানন্দের চেতনা জগৎ, প্রকাশক - শ্রী তপনকুমার ঘোষ, মুদ্রক-জয়দুর্গা প্রেস, ৫৩ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা - ৯, প্রথম মুদ্রণ - অগ্রাহন, ১৩৫৯, পৃ. ৭

২. জীবনানন্দ, দাশ : প্রেম ও প্রকৃতির বিশ্বজনীন কবি, সৈয়দা আইরিন জামান, প্রকাশনা - সমকাল, প্রকাশ (অনলাইন), ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২, ১২:০০, পৃ. ১, সহায়ক লিঙ্ক - https://samakal.com/kaler-kheya/article/97280/

৩. চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার (সম্পাদনা), আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগের সূচনা থেকে ২০০০ খ্রী: পর্যন্ত), প্রকাশনা - প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা-৭০০০০৯, চতুর্থ সংস্করন, আগস্ট -২০১১, পৃ. ৪৩৮

8. A. NORMAN JEFFARES : Yeats Selected Poetry, Radha Publishing House; Calcutta, Indian Edition-2008/Page No. 85

৫. সৈয়দ, আব্দুল মান্নান (সংকলিত ও সম্পাদিত), কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ, অবসর প্রকাশনা; ঢাকা-১১০০, তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫, পৃ. ১১২

৬. দাশ, জীবনানন্দ, রূপসী বাংলা, রচনাকাল মার্চ ১৯৩২, প্রথম সংস্করণ, আগস্ট, ১৯৫৭, প্রকাশক - দিলীপ কুমার গুপ্ত, প্রকাশনা - সিগনেট প্রেস, কোলকাতা - ২০, পৃ. ১২

Bibliography:

জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ট কবিতা, পঞ্চম পরিমার্জিত সংস্করন : শারদীয়া ১৪১৮ (অক্টোবর ২০১১), অমিতানন্দ দাশ, কোলকাতা

আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত, কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ/ অবসর প্রকাশনা; ঢাকা-১১০০/ তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫

জীবনানন্দ, দাশ, জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ (দ্বিতীয় খন্ড)/বেঙ্গল প্রা. লি. কলিকাতা-৭৩/পঞ্চম মুদ্রণ: ভাদ্র, ১৩৮৬

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগের সূচনা থেকে ২০০০ খ্রী: পর্যন্ত), সম্পাদনা-তপনকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশনা- প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা-৭০০০০৯/চতুর্থ সংস্করন, আগস্ট – ২০১১

ধূসর পাণ্ডুলিপি, জীবনানন্দ দাশ, প্রকাশক - দিলীপকুমার গুপ্ত,/ প্রকাশনা - সিগনেট প্রেস, ১০/২ এলগিনরোড, কলকাতা -২০/, প্রকাশনার সময় - ফাল্গুন -১৩৬৩ বঙ্গাব্দ

মহাপৃথিবী, জীবনানন্দ দাশ, প্রকাশক নীলিমা দেবী, প্রকাশনা- সিগনেট প্রেস, ২৫/৪ একবালপুর, কোলকাতা-২৩, প্রথম প্রকাশ-১৩৫১

মহাপৃথিবী, জীবনানন্দ দাশ, সংগ্রহ ও সম্পাদনা-নাবিউল আফরোজ, প্রথম অন্তর্জালিক সংস্করণ, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১১ খ্রীষ্টাব্দ, বাংলাদেশ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 410 - 422
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জীবনানন্দ দাশ, রূপসী বাংলা, সংগ্রহ ও সম্পাদনা - নাবিউল আফরোজ, প্রথম অন্তর্জালিক সংস্করণ, ৩১ মার্চ ২০১০ খ্রীষ্টাব্দ, বাংলাদেশ
জীবনানন্দ দাশ : প্রেম ও প্রকৃতির বিশ্বজনীন কবি, সৈয়দা আইরিন জামান, প্রকাশনা - সমকাল, প্রকাশ, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২
জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রকৃতি, অনলাইন পত্রিকা - দৈনিক জনকণ্ঠ, লেখা - আবু আফজাল সালেহ, প্রকাশনার সময়কাল - ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২২
জীবনানন্দ সমগ্র (প্রথম খন্ড), সম্পাদনা - দেবেশ রায়, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা-৭০০০১৩, প্রথম প্রকাশ-১৭ জানুয়ারি, ১৯৫৭
জীবনানন্দের চেতনা জগৎ, প্রকাশক - শ্রী তপনকুমার ঘোষ, মুদ্রক-জয়দুর্গা প্রেস, ৫৩ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা - ৯, প্রথম মুদ্রণ - অগ্রাহন, ১৩৫৯
রূপসী বাংলা, জীবনানন্দ দাশ, প্রকাশক-দিলীপকুমার গুপ্ত, প্রকাশনা-সিগনেট প্রেস, কলকাতা - ২০, প্রথম সংস্করন, আগস্ট ১৯৫৭
কবিতার কথা, জীবনানন্দ দাশ, সিগনেট প্রেস, কলকাতা-২৩, দশম সংস্করন, মাঘ, ১৪১৩
বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ, ভারবি, কলিকাতা, ১৯৯৩, প্রকাশক-গোপীমোহন সিংহরায়
রায়, সুশান্ত, জীবনানন্দ দাশ: কবিতায় প্রকৃতি ও মানবতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য একাডেমী, ২০০৫।
সাহা, প্রিয়ন্তী, জীবনানন্দ দাশের কবিতায় সিম্বলিজম ও প্রকৃতির ভূমিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ২০১০
দাশ, জীবনানন্দ, বনলতা সেন, কবিতা সংগ্রহ, ১৯৪২
সাহা, প্রিয়ন্তী, জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রকৃতির আধ্যাত্মিক ভূমিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ২০১০
সেন, অরুণ, জীবনানন্দ দাশের কবিতায় নিসর্গ ও মানবিক সম্পর্ক, কলকাতা, সৃজন প্রকাশন, ২০১২
আবু আফজাল সালেহ, জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রকৃতি, প্রকাশিত-১১ ফেব্রুয়ারি ২০২২, বাংলাদেশ

সহায়ক ওয়েবলিওগ্রাফি :

www.dailyjanakantha.com
epaper.dailyjanakantha.com
pbba.wbicad.in, Paschimbanga Bangla Akademi (PBBA)
https://samakal.com/kaler এবং samakal.com
https://www.dailyjanakantha.com/literature/news/
https://www.jagonews24.com/m/literature/article/644324